

খেয়াল থেকে বাংলা গান অসম্ভব সুন্দর এক সংগীত সন্ধ্যা, ২০০৬

রিপোর্ট ও ছবি : মৌ মধুবন্তী

১৫ সেপ্ট, রাত সাড়ে নয়টা। মার্টিন গ্রোভের বাতাসে বাতাসে সুরের সুবাস। রাগ আর রাগের অপূর্ব ব্যঞ্জনা মুগ্ধ করে রাখে বোদ্ধা শ্রোতাদের। যিনি এই সুরের সুবাস ছড়িয়ে দিলেন, তিনি হলেন সঞ্জয় ব্যানার্জি। রে নু তা দিয়ে শুরু করেন রাগ বাগেশ্রী। এ রাগে গাইলেন তিনতালে বিলম্বিত। বন্দিশ “কোন গাতা ভাই”। দ্রুত গাইলেন “আপনে গরজে পাকড়া লীন পাঁইয়া মরি”। প্রতিটি ঝটকায় মনে হচ্ছিল শ্রোতাদের নিয়ে যাচ্ছেন শিল্পী টরন্টো থেকে সোজা সংজ্ঞীত রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। বাগেশ্রীর নি সা গা মা শেষ হতেই শুরু করেন রাগ পতদীপে একতালের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ও ছন্দে “রঙ রঙিলা বনরা মোরা”। তান আর তানের কৌশল গিয়ে যেন ধাক্কা দেয় শ্রোতাদের অন্তঃস্থলে। এভাবেই রাগ এগিয়ে যায় অনুরোধ ঠুমরীতে। তিলঙ রাগে ঠুমরী ফুটে ওঠে “দেখে বিনা নাহি চ্যান” এর পরতে পরতে। তৃষ্ণা কি মিটে তাতে? ঠুমরির বাগান পেরিয়ে এবার যায় ঈশ্বরের বন্দনায়। ভজন “চল মন গংগা যমুনা তীরে”। গঙ্গা থেকে মন ছুটে যায় রাগ ভৈরবীর “ভবাণী দয়াণীতে”। বাংলার ছেলে বরিশাল যার পূর্বপুরুষের বাড়ি সে কি বাংলা গান না গেয়ে শান্তি পায়? সোজা ডুব দিলেন নজরুল সংজ্ঞীতের অথৈ সমুদ্রে। রাত গভীরে পপ্লাশ ফুলের গেলাসে গেলাসে নেশা ধরিয়ে দিলেন শিল্পী নিপুন মাধুর্যে। কোন সংজ্ঞীত শিল্পী একা একা তার পারফর্মকে সাজাতে পারেন না। তার চাই তবলা। এই অনুষ্ঠানে তবলায় ছিলেন আমাদের কাছে স্বল্প দিনে যিনি অনেক মন জয় করে নিয়েছেন সেই শ্রী অশোক দত্ত। হারমোনিয়াম? না হলে কি গানের কোন স্রোত থাকে? না। হারমোনিয়ামে ছিলেন শ্রী রায় বিড়ে। যাকে আমরা রাগমালা থেকে বহু ক্লাসিক্যাল অনুষ্ঠানে দক্ষ সঙ্গত করতে দেখি ও শুনি তার নৈপুণ্য। কোন ক্লাসিক্যাল অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না বীনা তানপুরায়। হোক সে এই যান্ত্রিক যুগের ইলেক্ট্রনিক্স, তবু তারের তানপুরার কদরই আলাদা। আর সে তানপুরায় সঙ্গত করেন উদয় গুপ্ত-নতুন প্রজন্মের এক উদিত সূর্য শিল্পী। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন সেতার শিল্পী শ্রীমতি ছায়াগুপ্তা। শব্দ ও ভিডিওগ্রাফি ছিল অত্যন্ত নিপুন ও পরিচ্ছন্ন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী অমর মুখার্জী।